কালোটাকার দাপটই দেখাচ্ছে নোটবন্দি ছিল ধাপ্পা

ভোটের বাজারে নানা মাধ্যমের সূত্র ধরে বেরিয়ে আসছে স্বঘোষিত দেশভোটের বাজারে নানা সূত্র ধরে বেরিয়ে আসছে স্বঘোষিত দেশসেবকদের রকমারি কীর্তিকলাপ। নানা গণমাধ্যমের কেউ শাসক দলের সাংসদ-মন্ত্রী-নেতাদের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিবৃদ্ধির তথ্য ফাঁস করছেন, তো কেউ সরকারি দুর্নীতির গোপন দলিল সামনে আনছেন। আবার কেউ স্টিং-অপারেশন চালিয়ে প্রকাশ করছেন ভোট-মাফিয়াদের স্বরূপ। আর সাধারণ মানুষ বলছে, আর কত দেখব! কত শুনব! এবার তো ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবে! বাস্তবেই, ভোটবাজ দলগুলোর নেতাদের কাজ-কারবার দেখে মানুষ আর শুধু হতবাক বা হতাশ নয়, তাদের সব হিসাবপত্র গুলিয়ে যেতে বসেছে। বাজারে আলু-সব্জি-চাল-ডালের দাম আকাশছোঁয়া। নিম্নবিত্ত এমনকী মধ্যবিত্তের বৃহদংশও দুটো পয়সা বেশি রোজগারের জন্য হা-পিত্যেশ করছে। আর সরকারি গদির স্বপ্নে মশগুল নেতারা ভোট কেনার জন্য হরিলুটের বাতাসার মতো টাকা-মদ ইত্যাদি ছড়াচ্ছে। ভোট প্রার্থীরা নিজেরাই বলছেন, একটা এমপি সিট জিততে নাকি তাঁরা ৫ থেকে ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করেন এবং এবারে সেটা দাঁড়াবে আরও বেশি। একটি টিভি চ্যানেলের করা স্টিং অপারেশনের গোপন ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে, বিজেপি-র এক সাংসদ বলছেন, বড় নেতার মিটিং করতে এক কোটি টাকার উপরে খরচ হয়। আরেকজন সাংসদ নির্বিকারে বলছেন, কালো টাকা ছাড়া ভোট লড়া যায় না। বিজেপি প্রার্থী মধ্যপ্রদেশের নেতা ফগ্গন সিং কুলস্তে জানিয়েছেন, 'তিনি গতবার ১২ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এ বার ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা খরচ করতেও তৈরি। বিহারের সমস্তিপুরের সাংসদ রামচন্দ্র পাসোয়ানও জানিয়েছেন, তিনি গতবার পাঁচ কোটি খরচ করেছেন। ছয় সাংসদের জন্য দল ৫০ কোটির মতো খরচ করেছে। সপা'র সাংসদ মিথিলেশ কুমারের আসন এবার বসপা'য় চলে গিয়েছে। তিনি ৬ কোটি টাকা দিয়ে আসন কিনেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

টাকা খরচের কার্যকলাপে দলে-দলে আদতে কোনও ভেদাভেদ নেই। সমস্ত পদ্ধতি হুবহু এক। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, দেশের শ্রমিক-কৃষক যখন ধুঁকছে-মরছে, দেশের কোটি কোটি যুবক যখন কর্মহীন, যেখানে অধিকাংশ ঘরে অর্ধাহার-অনাহার, সেখানে নেতারা এই বিশাল পরিমাণ টাকা পায় কোথা থেকে? ধীরে ধীরে মানুষ বুঝে গেছে যে, ওই সব টাকার প্রায় নব্বই ভাগই কালোটাকা। এর জোগান দেয় মূলত বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। এসব থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, দেশে কালো টাকা বহাল তবিয়তে বিরাজমান এবং নোটবন্দি ছিল নির্ভেজাল ধাপ্পা।

ভোটবাজ নেতারা দেদার কালো টাকা নিয়ে দেশের বেকার বাহিনীর একাংশকে কেনে। তাদের বাইক-মোবাইল ফোন-মদ এবং নগদ টাকাও দেয়। বিনিময়ে তাদের দিয়ে ভোট নিয়ন্ত্রণ করায়। পাশাপাশি টিভিতে-কাগজে সর্বত্র লোকঠকানো বিজ্ঞাপন দেয়। এই ভাবে ভোট প্রক্রিয়ার উপর যে নেতা যত নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে, সে-ই জেতে। জেতার পর যে বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে তিনি টাকা নিয়েছেন তাদের নানা সরকারি সুযোগ-সুবিধা, কোটি কোটি টাকার টেন্ডার ইত্যাদি কারচুপি করে পাইয়ে দেয়, যাতে ভোটের আগে দেওয়া টাকার দশ-বিশ-পঞ্চাশ গুণ বেশি তারা তুলে নিতে পারে। এছাড়াও তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে টাকা তুলে নেয়। সরকার তাদের ট্যাক্স ছাড় দেয়। এই সবই চলে।

এই কারণেই, ইদানীং বহু চোরডাকাত-মাফিয়া থোক টাকা দিয়ে এমএলএ-এমপি এমনকী কাউন্সিলার-পঞ্চায়েত প্রতিনিধির সিটও কিনে নেয়। ২০১৯-এর লোকসভা ভোট কোন জাদুতে তার ব্যতিক্রম হবে? ফলে, যে সাংবাদিক যখন যা খোঁজ পাচ্ছেন সেগুলোর কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষ জানে, সেগুলি হিমশৈলের চূড়ার মতোই। ভোটবাজারের রাঘববোয়ালদের যাবতীয় জালিয়াতি প্রকাশ্যে কখনই আনতে পারে না তথাকথিত মিডিয়াগুলি। কেন না সেগুলিও কোনও না কোনও ভাবে চলে কর্পোরেট মদতেই। তারা ততটুকুই প্রকাশ করে যতটুকু তার বাজার ধরার জন্য প্রয়োজন।

তাহলে কি এটাই ভবিতব্য? না। যথার্থ ভাবে কালোটাকার প্রসার, তা দিয়ে গণতন্ত্রকে, নির্বাচনকে স্রেফ প্রহসনে পরিণত করার শয়তানি শুধু প্রকাশ করা নয়, পুরোপুরি আটকেও দিতে পারে একমাত্র জনগণ। সচেতন, ঐক্যবদ্ধ এবং মর্যাদাসম্পন্ন জনগণের আন্দোলন

জালিয়ানওয়ালা বাগের শিক্ষা

একের পাতার পর

দেশীয় জমিদার ও কলকারখানা মালিকদের অত্যাচার আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলা এবং পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তখন বারবার ফেটে পড়ছে। গদর পার্টির নেতৃত্বে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডায় প্রবাসী ভারতীয় বিশেষত পাঞ্জাবীদের মধ্যে আন্দোলন দানা বাঁধছে। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতের নানা স্থানে সেনা বিদ্রোহের চেষ্টার অভিযোগে কর্তার সিং সারাভা, বিষ্ণু গণেশ পিংলে সহ সাত বিপ্লবীর ফাঁসি হয়। ব্রিটিশ সরকার আশঙ্কা করছিল পাঞ্জাবের গদর পার্টি এবং বাংলা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে সোভিয়েত বিপ্লবীদের যোগাযোগ ঘটছে। ইতিমধ্যে ১৯১৭-র সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যতটুকু সংবাদ ভারতে পৌঁছেছিল তার প্রভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তীব্রতা আসে। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনও জোর পায়। ১৯১৮-১৯ সালে বোম্বের শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা এই ক্ষেত্রে আরও মাত্রা যোগ করে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের বিরাট অংশ সহ আফগানিস্তানে তীব্র জনজাগরণ ঘটে যেতে পারে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখে বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটার ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল তারা।

তাই ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালে বিচারপতি সিডনি রাওলাটের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে নিয়োগ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলন এবং জনগণের মধ্যে বেড়ে ওঠা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে দমন করার পথ খুঁজে বার করা। রাওলাট কমিটি ১৯১৫-র ভারত রক্ষা আইনকে আরও কঠোর এবং আক্রমণাত্মক করার সুপারিশ করে। এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বাকস্বাধীনতা হরণ, রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিনা বিচারে যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে যত দিন খুশি আটক রাখার অধিকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া সহ নানা ধরনের দমনমূলক ব্যবস্থা নেয় সরকার।

১৯১৮-১৯ সালে পাঞ্জাবে অনাবৃষ্টিতে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্লেগ মহামারীর আকার নেয়, চার-পাঁচ মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায় অসংখ্য মানুষ। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার পাঞ্জাবে লোকমান্য তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। নিউ ইন্ডিয়া, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সহ অনেক সংবাদপত্র পাঞ্জাবে বন্ধ করে দেন। প্রতিবাদে আগুনের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। ৩০ মার্চ, ১৯১৯ অমৃতসরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হল। ৬ এপ্রিল দেশের হিন্দু ও মুসলমান সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ একযোগে সারা ভারতজুড়ে হরতাল পালন করে। শ্রমিক কৃষক সহ সাধারণ মানুষ তীব্র আবেগ ও উন্মাদনা নিয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। হরতালে পাঞ্জাবের জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ১০ এপ্রিল টেলিগ্রাফ পোস্ট, রেললাইন উপড়ে দিয়ে, রাস্তা কেটে মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অমৃতসরে ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের সমাবেশে জড়ো হয়েছিলেন বেশ কয়েক হাজার নিরস্ত্র নরনারী। শিখ নববর্ষ ও বৈশাখী মেলার আনন্দের সাথে মিলে গিয়েছিল রাওলাট কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এতটাই আতঙ্কিত হয় যে, অমৃতসরের মিলিটারি কম্যান্ডার রেজিন্যাল্ড ডায়ার মেশিনগান, রাইফেল সহ সামরিক বাহিনী নিয়ে জমায়েত স্থলে পৌঁছে কোনও হুঁশিয়ারি না দিয়েই চারিদিক ঘেরা পার্কের সংকীর্ণ পথগুলি আটকে বাহিনীকে গুলি চালাতে আদেশ দেন। হাজার হাজার মানুষ লুটিয়ে পড়েন গুলির আঘাতে। পার্কের মধ্যেকার একটি কুয়োতে লাফিয়ে পড়ে অনেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। সেখান থেকে পরে শতাধিক মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরে কর্নেল ডায়ার তদন্ত কমিশনের সামনে বলেছিলেন, দেশ জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। বলশেভিক বিপ্লবের ভয়েই যে এমন উন্মত্ত আক্রমণ, তাও বিচারের সময় তিনি বলেছিলেন। ডায়ার নির্বিকার চিত্তে জানিয়েছিলেন, মেশিনগানগুলি গাড়ি থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে যেতে পারেননি বলে কম লোকের মৃত্যু হয়েছে। 'আমি আরও চেয়েছিলাম'।

সেদিন দেশের মানুষ চাইছিল এর তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু আশ্চর্যজনক হল, এই বর্বরতার বিরুদ্ধে গান্ধীজি সহ গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব জোরদার প্রতিবাদ করলেন না। রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছাল, কবি তখন অসুস্থ। তার মধ্যেও তিনি দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের মাধ্যমে গান্ধীজিকে অনুরোধ জানালেন প্রতিবাদ সভা করার। গান্ধীজি রাজি হলেন না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার নেতাদের কাছেও গিয়েছিলেন প্রতিবাদের আশায়। কিন্তু সাড়া না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্রিটিশের দেওয়া 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করে ভাইসরয়কে চিঠি লেখার। সেই চিঠি বহু জাতীয়তাবাদী মানুষকে সেদিন প্রেরণা দিয়েছিল। সদ্য গঠিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে উত্তর ভারতের বলশেভিক ব্যুরোর প্রধান এম অ্যালেক্সেই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে চিঠিতে লিখেছিলেন, লেনিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের কথা জেনেছেন। তিনি আমায় নির্দেশ দিয়েছেন, ভারতীয় জনগণের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে একথা জানাতে যে, এই ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ে সোভিয়েত সরকার ভারতীয় জনগণের পাশে আছে।

পরবর্তীকালের বিপ্লবীদের কাছেও জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়ে উঠেছিল প্রেরণার উৎস। বিপ্লবী ভগৎ সিং ছিলেন তখন নিতান্ত কিশোর। তিনি খবর শুনে ছুটে গিয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। শহিদের রক্তমাখা পবিত্র মাটি নিয়ে এসেছিলেন, তা মেখেছিলেন কপালে, শপথ নিয়েছিলেন, এর প্রতিশোধ একদিন নিতেই হবে।

ঠিক এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছিল 'পাঞ্জাব হিন্দু সভা'র কাছ থেকে। প্রসঙ্গত, এই পাঞ্জাব হিন্দু সভার পথ বেয়েই ১৯২১ সালে সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দু মহাসভা নামক সংগঠন তৈরি হয়। যার ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি আজকের বিজেপির। তারা রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের বিরোধিতা করেছিল শুধু তাই নয়— জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার পর 'সত্যাগ্রহের নামে এই অরাজকতার নিন্দা' করে তারা ব্রিটিশের প্রতি 'গভীর আনুগত্যের' শপথ নিয়েছিল (কে এল তুতেজা-'দ্য পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভা অ্যান্ড কমিউনাল পলিটিক্স, ১৯০৬-১৯২৩'। ফ্রন্ট লাইন ১৪ মার্চ ২০০৩)। ব্রিটিশ রাজের ভারত আগমণকে প্রণতি জানিয়ে তারা বলেছিল, 'ঈশ্বরের অসীম কৃপায় আর্যজাতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি শাখা যা সুদূর অতীতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, আবার এক হতে পেরেছে। এক জাতি অপরটিকে রাজনৈতিক পথনির্দেশ এবং সুরক্ষা প্রদান করছে। যে সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যায় না, তার প্রজা হিসাবে আমরা গর্বিত এবং এই প্রাপ্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।' (ওই)

অন্য দিকে, জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ নিতে পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ারকে লন্ডনে গুলি করে হত্যা করেছিলেন যিনি, সেই উধম সিং, তাঁর বিচারের সময় নিজের নাম বলেছিলেন, 'মহম্মদ সিং আজাদ'। তিনি বলেন, ভারতের সকল মানুষের প্রতিনিধি আমি। সব ধর্ম-বর্ণ মিলে আমরা লড়ছি। এ কথা হিন্দু মহাসভার বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। ভারতের অগণিত যুবক যখন বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে স্বাধীনতার বেদিমূলে, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ান আরএসএস বারবার ব্রিটিশের আনুগত্য ভিক্ষা করেছে। তাদের মাথা গোলওয়ালকার ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে বলেছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীল। আরএসএস প্রধান হেডগেওয়ার থেকে শুরু করে হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন এই সংগঠনগুলি চেয়েছে ব্রিটিশের সাথে 'নিবিড় সহযোগিতা'।

আজ জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই আত্মত্যাগের শতবর্ষ পালন নিছক একটি অনুষ্ঠান নয়। দেখা গেল ১০০ বছর পরেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের উত্তরসূরি সে দেশের সরকার ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করল। প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে কেবলমাত্র একটি শুকনো দুঃখপ্রকাশ করে দায় সেরেছেন। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চোখে গণতন্ত্র, মানুষের জীবনের দাম এর থেকে বেশি হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নামে নিপীড়ন তাদের চোখে অমানবিক লাগে না।

কিন্তু ভারতে? সেদিন ডায়ারকে যারা সমর্থন করেছিল, আজ সেই হিন্দু মহাসভার ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট বিজেপি দেশভক্তির চ্যাম্পিয়ান সেজেছে। কোথায় এ জন্য দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইবে,তা নয়, বরং তারাই দেশভক্তির ঠিকাদার! অত্যাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটাই দেশপ্রেমিক মানুষের কর্তব্য।

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ স্মরণে

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের এই পৈশাচিক বর্বরতায় নিহত হয়েছিল এক হাজারের বেশি নিরীহ নর-নারী-শিশু। গত বছর এই দিনে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। এ-বছরও তারা ওই বীভৎস ঘটনার শতবর্ষ পূর্তি স্মরণে সমাবেশের আয়োজন করেছিল। অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও-র সহ-সভাপতি জুবেইর রব্বানি সমাবেশে বলেন, ব্রিটিশ আমলের যে কুখ্যাত রাওলাট আইনকে ঘিরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, সেই কালা-আইন আজও দেশে বহাল রয়েছে ভিন্ন নামে।

বর্তমান বিজেপি সরকার চূড়ান্ত স্বৈরাচারী ভূমিকা গ্রহণ করে দেশের মানুষের উপর নানা আক্রমণ নামিয়ে আনছে। জনগণকে কর্ম-খাদ্য-নিরাপত্তা না দিয়ে তাদের মধ্যে জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তারা। চিন্তাযুক্তির পরিবর্তে কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাসকে উসকে তুলছে তারা সুকৌশলে। এসব তারা করে যাচ্ছে যাতে নিপীড়িত মানুষ সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সরব না হতে পারে। ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তবু যাঁরা সরব হচ্ছেন তাঁদের দেশদ্রোহী বানানোর অপচেষ্টা করছে বিজেপি সহ গোটা সংঘ পরিবার।

তিনি বলেন, জালিয়ানওয়ালা বাগের শহিদদের স্মরণে যথার্থ দেশপ্রেমী জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়ানোর শপথ নিতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে সুন্দর ভারতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আত্মবলিদান করেছিলেন সেই অপূরিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিশেষত দেশের যুবসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আমরা শহিদদের প্রকৃত সম্মান জানাতে পারব এবং লাগাতার শোষণ-জুলুমের হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারব।

জালিয়ানওয়ালা বাগ

সাতের পাতার পর

রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর থেকে বারবার মানুষ তা করেওছে। আজকের হিন্দু মহাসভার উত্তরসূরি বিজেপি তা ভুলিয়ে দিতে চায়। আজ তারা মানুষকে বোঝাচ্ছে দেশ মানে দেশের মানুষ নয়। মিলিটারি আর রাষ্ট্রের দমনপীড়নের যন্ত্রই দেশ। তারা সাম্রাজ্যবাদের দালালি সেদিনও করেছে, আজও করে চলেছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজারো মানুষের আত্মত্যাগ তাই শেখায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই মনুষ্যত্ব। জালিয়ানওয়ালাবাগ অত্যাচারীর কাছে মাথা নত করতে লজ্জা দেয়। শতবর্ষে এই শিক্ষাকেই আজ চর্চা করতে হবে।

'জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে' বইটি কাজের ফাঁকে পড়ে নিচ্ছেন দোকানদার

চিটফান্ডে প্রতারিতরা চিঠি দিলেন দেশের সব প্রার্থীকে

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের দুর্দশার কথা জানিয়ে দেশের সব প্রার্থীকে চিঠি দিল অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের বক্তব্য, ২০১৩ সালে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে এ-রাজ্য সহ সারা দেশে প্রায় ১ কোটি এজেন্ট এবং ৩৫ কোটি আমানতকারী চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সর্বস্ব হারানোর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ইতিমধ্যে আনুমানিক তিনশোর বেশি মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। ৫ জন এজেন্ট খুন হয়েছেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার এখনও পর্যন্ত কার্যত নিষ্ক্রিয় শুধু নয়, প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তদন্তকে প্রভাবিত করছে। তদন্ত সংস্থাগুলি সরকারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। অথচ, তারা নানা সময়ে কর্পোরেট হাউসগুলিকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেয়।

চিঠিতে প্রার্থীদের কাছে আবেদন জানান হয়েছে, তাঁরা চিটফান্ড সমস্যার সমাধানে কী ভূমিকা নেবেন, একদিকে জনসমক্ষে প্রকাশ্য সভার বক্তব্যে, অন্যদিকে নির্বাচনী ইস্তাহারে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে যাতে জানান। প্রত্যাশা জানানো হয়েছে আমানতকারীদের টাকা ফেরত, এজেন্টদের নিরাপত্তা এবং কর্মসমস্থান, মৃত ও নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবিতে তাঁরা যেন সংসদের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র সচেষ্ট হয়ে এজেন্ট এবং আমানতকারীদের আশ্বস্ত করেন।

শ্রমিক অধিকারের দাবিতে রাশিয়ায় গণবিক্ষোভ

পুঁজিবাদী রাশিয়ায় মানুষের বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট পুতিনের জনবিরোধী কার্যকলাপ এবং বিতর্কিত পেনশন সংস্কারের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। ২৩ মার্চ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ স্লোগান তুলছেন জনজীবনের ন্যূনতম মানের দ্রুত অবনমনের বিরুদ্ধে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় দেশব্যাপী এই বিক্ষোভে সাড়া পড়েছে ব্যাপক।

সরকারের সমালোচনা করে কেউ মুখ খুললেই বা গণমাধ্যমে কিছু বলা হলেই তার বিরুদ্ধে পুতিনের স্বৈরাচারী দমননীতি এই বিক্ষোভকে আরও তরান্বিত করেছে। পুতিন সরকার চেষ্টা করছে যাবতীয় বিরোধী স্বরকে যে কোনও মূল্যে চেপে দিতে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে সরকার আইন করেছে ছাত্র-যুবকেরা কোনও মিছিল করলেই তাদের জেলে ঢোকানো হবে। জনগণ অবশ্য এতে দমেনি। বিক্ষোভে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

বহু ভাষায় প্রকাশিত
নির্বাচন সংক্রান্ত
এই মূল্যবান পুস্তিকাটির
লক্ষ লক্ষ কপি
ব্যাপক মানুষের কাছে
পৌঁছে দিচ্ছেন
দলের কর্মীরা।
বাস, ট্রেন, হাট, বাজার,
স্টেশন সহ সর্বত্র
চলছে প্রচারের কাজ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com